Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৭০ বছর

তারিখঃ ০৬/১১/২০২৩ (পৃষ্ঠাঃ ০৮)

খামারি অ্যাপে সুফল পাচ্ছেন ধনবাড়ির কৃষকেরা

প্রতিনিধি, মধুপুর (টাঙ্গাইল)

খামারি মোবাইল অ্যাপের যুগে যাচ্ছে কৃষি। খামারি অ্যাপ ব্যবহারে কৃষি ও কৃষক এগিয়ে যাবে। ফসল উৎপাদন বাড়বে। খরচও কমবে। মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারে কৃষকরা জানতে পারবে কোন জমিতে কোন সময়ে কোন ধরনের ফসল হবে। তা জানা যাবে।

সার প্রয়োগসহ বিভিন্ন বিষয়ে অতি সহজেই কৃষকরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবে। স্মার্ট কৃষির সুফল পাচ্ছে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির উপজেলার মুশুদ্দি গ্রামের কৃষকরা। গত শুক্রবার কৃষিতে খমারি মোবাইল অ্যাপের কার্যকরীতা সরেজমিনে পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল মুশুদ্দি গ্রামে।

বিএআরসি কর্তৃক তৈরি খামারি মোবাইল অ্যাপের কার্যকারিতা দেখতে সরেজমিনে এসে কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, দেশের যে কোন মৌজার সুনির্দিষ্টভাবে একটি প্লট বা জমিতে কী ধরনের ফসল হবে, কতটুকু সার, বীজ লাগবে- সব তথ্য খামারি অ্যাপে পাওয়া যাবে। খামারি অ্যাপ ব্যবহার করলে ধান আবাদে সারের পরিমিত ব্যবহার করা যাবে, এতে ধানের জমিতে বিঘাপ্রতি সারের খরচ এক হাজার টাকা কমবে। ধানের ফলনও বিঘাপ্রতি এক মণ বাড়বে।

তিনি বলেন, দেশের চাষিরা ইউরিয়া ও অন্যান্য সার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যবহার করে। বেশি সার দিলেই বেশি ফলন হয় না। যতটুক দরকার, ততটুকু সার দিতে হবে। এক্ষেত্রে খামারি অ্যাপ কৃষকদের সহায়তা করবে।

এ সময় উচ্চ ফলনশীল জাতের ব্রি ধান ১০৩ এর নমুনা কর্তন করা হয়। কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জমি কমছে। ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান বজায় রাখতে হলে উন্নত ও উচ্চফলনশীল জাতের ধানের আবাদ ছড়িয়ে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, নমুনা কর্তনে ব্রিধান ১০৩ এর বিঘাপ্রতি প্রায় ২৫ মণ ফলন পাওয়া গেছে। দেশের অন্যান্য জায়গাতেও একইরকম ফলন পাওয়া গেছে। ব্রি ধান ১০৩ জাতের গড় জীবনকাল ১৩০ দিন (১২৮-১৩৩ দিন)। প্রচলিত জাতের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য হলো, ব্রি ধান ১০৩ -এর কাণ্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা খাড়, লম্বা ও চওড়া।

গত শুক্রবার সকালে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্দি উত্তরপাড়ায় খামারি অ্যাপের কার্যকারিতা যাচাই ও উচ্চফলনশীল জাতের ধানের কর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সহযোগিতায় ছিল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

মধুপুর (টাঙ্গাইল) : খামারি মোবাইল অ্যাপের কার্যকারিতা দেখতে মাঠে কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক —সংবাদ

১৪ বছরে
আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ০৬/১১/২০২৩ (পৃষ্ঠাঃ ০৩)

ব্রিধান-৭৬ চাষে আশার আলো

আমিনুল হাসান শাহীন, গোপালগঞ্জ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত লবণ- জোয়ারভাটা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল ব্রিধান-৭৬ চাষে আশার আলো দেখছেন কৃষক। নিচু জমিতে এ ধান চাষ করে কৃষক বিঘাপ্রতি ১২ থেকে ১৪ মণ পর্যন্ত ফলন পেয়েছেন। গোপালগঞ্জ জেলার স্থানীয় জাবরা, জৈনা, ময়নামতী ধান ও বাগেরহাট জেলার স্থানীয় জাত মন্ডেশ্বরের পরিবর্তে কৃষক ব্রিধান-৭৬ আবাদ করে তিন গুণেরও বেশি ফলন পেয়েছেন। তাই এ জাত ছড়িয়ে দিতে পারলে আমন মৌসুমে দক্ষিণাঞ্চলের নিচু জমিতে ধানের উৎপাদন অন্তত তিন গুণ বৃদ্ধি পাবে। এ অঞ্চল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয় গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট ও নড়াইল জেলার ধানের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি সূত্রে জানা গেছে, চলতি আমন মৌসুমে গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় বিনামূল্যে ১ হাজার ২৭০ কেজি ব্রিধান-৭৬ বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। বীজ দিয়ে গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, বাগেরহাট জেলার মোংলা, রামপাল, মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলার কৃষক ২৫৪টি প্রদর্শনী প্লটে ব্রিধান-৭৬ এর আবাদ করেন। ৩৩ শতাংশের বিঘায় এ ধান ১২ থেকে ১৪ মণ পর্যন্ত ফলন দিয়েছে। স্থানীয় জাত জাবরা, জৈনা, ময়নামতী ও মন্ডেশ্বর বিঘায় ৪ থেকে ৫ মণ ফলন দিয়ে থাকে। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ডুমরিয়া গ্রামের কৃষক আহমেদ আলী (৬৫) বলেন, নিচু জমিতে স্থানীয় জাত জাবরা, জৈনা, ময়নামতী চাষ করতাম।